* কোম্পানিগুলি পণ্যটিকে ভাল ব্র্যান্ডিং দিয়ে মূল্য প্রদানে বিনিয়োগ করে না।
* সাবলীল ব্যবস্থাপনা, নন-ট্যারিফ বাধা, গুণমান নির্দিষ্টকরণ এবং বিভিন্ন মান মেনে চলার খরচ ভারতীয় চামড়া শিল্পের রপ্তানি বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি করে।
* পরিবেশগত সমস্যাগুলি চামড়া ট্যানিং এবং প্রক্রিয়াকরণের সঙ্গে যুক্ত।

**সরকারি উদ্যোগঃ**

* সরকার ভারতীয় পাদুকা, চামড়া ও আনুষঙ্গিক উন্নয়ন কর্মসূচির (আইএফএল এডিপি) সম্প্রসারণ করেছে।
* আই. এফ. এল. ডি. পি-র লক্ষ্য হল চামড়া ক্ষেত্রের জন্য পরিকাঠামো উন্নয়ন, চামড়া ক্ষেত্রের জন্য নির্দিষ্ট পরিবেশগত উদ্বেগের সমাধান, অতিরিক্ত বিনিয়োগের সুবিধার্থে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
* কর্মসূচির আওতায় অনুমোদিত উপ-প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে টেকসই প্রযুক্তি এবং পরিবেশগত প্রচার; চামড়া খাতের সমন্বিত উন্নয়ন (আইডিএলএস) প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা প্রতিষ্ঠা; মেগা চামড়া পাদুকা এবং আনুষঙ্গিক ক্লাস্টার বিকাশ; ব্র্যান্ড প্রচার; এবং ডিজাইন স্টুডিওর বিকাশ।
* ডিজাইন স্টুডিওগুলির উন্নয়ন (প্রস্তাবিত ব্যয় 100 কোটি টাকা) একটি নতুন উপ-প্রকল্প এবং এটি বিপণন/রপ্তানি সংযোগকে উৎসাহিত করবে, ক্রেতা-বিক্রেতার সাক্ষাতকে সহজতর করবে, আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের কাছে ডিজাইন প্রদর্শন করবে এবং বাণিজ্য মেলাগুলির জন্য একটি ইন্টারফেস হিসাবে কাজ করবে।
* আই. ডি. এল. এস-এর আওতায়, প্রস্তাবিত 500 কোটি টাকা ব্যয়ে, সেক্টরাল ইউনিটগুলিকে তাদের আধুনিকীকরণ/ক্ষমতা সম্প্রসারণ/প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য 2020 সালের 1লা জানুয়ারি বা তার পরে সহায়তা প্রদান করা হবে।
* ব্র্যান্ড প্রচারের আওতায় সরকার আন্তর্জাতিক বাজারে দশটি ভারতীয় ব্র্যান্ডের প্রচারের জন্য আগামী তিন বছরে প্রতিটি ব্র্যান্ডের জন্য 10 কোটি টাকার সীমা সাপেক্ষে মোট প্রকল্প ব্যয়ের 50 শতাংশ সহায়তা প্রদান করবে।চামড়া শিল্প সম্পর্কিত কয়েকটি পণ্যের জন্য পণ্য ও পরিষেবা করের (জিএসটি) হার হ্রাস করা হয়েছে।

**খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প**

* খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ বলতে কাঁচা ভোজ্য উপাদানগুলিকে খাদ্য সামগ্রীতে রূপান্তরিত করাকে বোঝায়। এটি খাদ্যের সরাসরি উৎপাদন বা বিদ্যমান খাদ্যের মূল্য সংযোজন হতে পারে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্য হল খাদ্য পণ্যের সেল্ফ-লাইফ বৃদ্ধি করা এবং বিদ্যমান খাদ্য সামগ্রীর মূল্য সংযোজন করা।
* খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রক্রিয়ার শিকড় রয়েছে প্রাচীনকালে গাঁজন, লবণ এবং তেল সংরক্ষণ এবং রোদে শুকানো সহ। আধুনিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে খাদ্যের সংযোজন সংরক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার জড়িত।
* ভারতের জনসংখ্যার প্রায় 50 শতাংশ কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত। একটি ভালো খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প কৃষি ও উৎপাদন শিল্পের মধ্যে একটি সেতু হিসাবে কাজ করবে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ছদ্মবেশী বেকার জনসাধারণকে শোষণ করার বিশাল সম্ভাবনা রাখে। তাঁরা অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ ক্ষেত্রকে উৎসাহিত করতে পারেন। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প রপ্তানি করা যেতে পারে এবং জাতীয় আয়ে রাজস্ব যোগ করতে সহায়তা করতে পারে।
* খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের প্রধান ক্ষেত্রগুলির মধ্যে রয়েছে শাকসবজি ও ফল, মাংস, হাঁস-মুরগি, দুধ এবং শস্য।

**বিতরণঃ**

* খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ভারতে পরিচালিত বৃহত্তম শিল্পগুলির মধ্যে একটি এবং এটি বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত, যার মধ্যে রয়েছে ফল ও শাকসবজি; মাংস ও হাঁস-মুরগি; দুগ্ধজাত পণ্য; সামুদ্রিক পণ্য, এবং শস্য এবং ভোগ্যপণ্য (যার মধ্যে রয়েছে প্যাকেটজাত খাবার, পানীয় এবং প্যাকেটজাত পানীয় জল)। প্রতিটি বিভাগের প্রক্রিয়াকরণের একটি ভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে যার ফলে সারা দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠা হয়।
* বেশিরভাগ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প উপকূলীয় রাজ্যগুলিতে কেন্দ্রীভূত। এর কারণ হল সামুদ্রিক খাবারের সহজ অ্যাক্সেসযোগ্যতা।
* অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, কেরালা, গুজরাট এবং পশ্চিমবঙ্গ। পঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশ কয়েকটি অ-উপকূলীয় রাজ্য, যেখানে প্রধান খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প রয়েছে।
* খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্র ভারতের শীর্ষস্থানীয় রাজ্য। এখানে শিল্পের বিভিন্ন বিভাগের জন্য বেশ কয়েকটি শিল্প রয়েছে।
* খাদ্যশস্য চাষের জন্য ভারতের বৈচিত্র্যময় মাটির ধরন এবং বৈচিত্র্যময় জলবায়ুর ধরন এবং মাছ ধরা ও পোষা প্রাণীর জন্য দীর্ঘ উপকূলীয় রেখা একটি শক্তিশালী খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প তৈরিতে সহায়তা করতে পারে।

**ভারতে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সুবিধাঃ**

* **বিশ্ব নেতা হওয়ার সম্ভাবনাঃ** ভারত আদা, কলা, পেয়ারা, আম এবং পেঁপের অন্যতম প্রধান উৎপাদক। এটি ধান, গম, কাজু বাদাম, আলু, চা এবং আখ উৎপাদনে দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎপাদক। এটি মশলা, তামাক, বীজ এবং কফির পাঁচটি বৃহত্তম উৎপাদকের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে। এত বড় উৎপাদনের মাধ্যমে ভারতের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে বিশ্বনেতা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।